দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 04 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ২

চবি পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে ॥ অচলাবস্থা কাটেনি

চবি সংবাদদাতা ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে। ছাত্রলীগের লাগাতার অবরোধের তৃতীয় দিনে বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়গামী শাটল ট্রেনের লোকো মাস্টার অপহৃত এবং শিক্ষক ও স্টাফ বহনকারী ৫টি বাস আক্রান্ত হয়েছে। ফলে যান চলাচল এবং একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়েছে। অচলাবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হওয়ার আশঙ্কায় দূরদূরান্তের ছাত্রছাত্রীরা ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে শুরু করেছে। ভিসি ছাত্রলীগের সহায়তা কামনা করেছেন।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন, পুলিশ ও প্রত্যক্ষদর্শী সূত্র জানায়, বৃহস্পতিবার সকালে শাটল ট্রেনের লোকো মাস্টার ইয়ার আহমদ অপহৃত হলে শাটল ট্রেন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। সূত্র জানায়, ৭টা ১০ মিনিটের ট্রেনের জন্য ইয়ার আহমদ পাহাড়তলী থেকে ইঞ্জিন নিয়ে বটতলী রেলস্টেশন যাচ্ছিলেন। কিন্তু কয়েক উত্তেজিত যুবক অতর্কিতে তাঁকে টেনেহিচড়ে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। কয়েক ঘণ্টা পর অক্ষত অবস্থায় তাঁকে ছেড়ে দেয়া হয়। তবে অবরোধকালে ট্রেন না চালাতে তাঁকে নিষেধ করে দেয় হয়। এ ঘটনায় আতঙ্কিত রেলকর্মীরা শাটল ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে। ফলে শহর থেকে ক্যাম্পাস পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা যাতায়াত করতে পারেনি। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা নিজস্ব উদ্যোগে যাতায়াত করে ব্যাপক দুর্ভোগের শিকার হয়েছে। তবে হল থেকে শিবির কর্মীরা যথারীতি ক্লাসে গেছে।

শিক্ষক ও স্টাফ বাস আক্রান্ত
শাটল ট্রেন বন্ধ ॥ দুর্ভোগ

এদিকে সকালে শহর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়গামী শিক্ষকদের ৪টি এবং স্টাফদের ১টি বাস আক্রান্ত হয়েছে। শিক্ষক বহনকারী চট্ট মেট্রো-চ-০৮, ৩৪৬ ও ৩৪৮ শহরের দামপাড়া ও লালখান বাজার এলাকায় এবং চট্টগ্রাম-ভ-১২০৮ আগ্রাবাদ এলাকায় আক্রান্ত হয়। বাস ৪টি ভাংচুর না হলেও ইঞ্জিন সংযোগের বিভিন্ন তার ছিঁড়ে দেয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। ফলে শিক্ষকবৃন্দ ক্যাম্পাসে যেতে পারেননি। বাস ৪টি ওয়ার্কশপে পাঠানো হয়েছে। অপরদিকে শহর থেকে স্টাফ বহনকারী ২ নম্বর বাসের চাবি ছিনিয়ে নিলে সেটিও ক্যাম্পাসে যেতে পারেনি। এই বাসের স্টাফরা ব্যাপক দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন। অন্যদিকে অবরোধের ৩য় দিনে বৃহস্পতিবার বহু ছাত্রছাত্রীকে ক্যাম্পাস ত্যাগ করতে দেখা গেছে। অচলাবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হবার আশঙ্কায় তারা গ্রামের উদ্দেশে রওনা হয়েছে বলে জানিয়েছেন।

উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে ভিসি প্রফেসর নুরুদ্দীন চৌধুরী বৃহস্পতিবার জনকণ্ঠকে জানান, ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গত ৩ দিনে ২ দফা যোগাযোগ হয়েছে। তিনি অবরোধ প্রত্যাহার করে তাদের দাবিদাওয়া নিয়ে আলোচনায় বসার আহ্বান জানান। প্রসঙ্গক্রমে ভিসি বলেন, ছোটখাটো বিষয় নিয়ে লাগাতার অবরোধের মতো কর্মসূচীতে যাওয়া অনাকাঙ্ক্ষিত। এতে সবার ক্ষতি হয়। ছাত্রলীগের উপযুক্ত দাবি বাস্তবায়নে তিনি প্রস্তুত বলেও জানান।

অন্যদিকে বৃহস্পতিবার ছাত্রলীগের প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আগে দাবি বাস্তবায়ন করতে হবে। তারপরই অবরোধ প্রত্যাহার হতে পারে।